



36491 - ঈদরে নামায আদায় করার পদ্ধতি

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ঈদরে নামায আদায় করার পদ্ধতি কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ঈদরে নামাযের পদ্ধতি হচ্ছে- ইমাম মুসল্লদিরেকায়ে নিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করবেন। উমর (রাঃ) বলেন: ঈদুল ফতির এর নামায হচ্ছে- দুই রাকাত এবং ঈদুল আযহার নামায হচ্ছে- দুই রাকাত। আপনাদরে নবীর বাণী অনুযায়ী এটাই পরপূর্ণ নামায; কসর (রাকাত-সংখ্যা হ্রাসকৃত) নয়। যবে ব্যক্তি মথিয়া বলবে সে ব্যর্থ হববে।[সুনানে নাসাঈ (১৪২০), সহহি ইবনে খুযাইমা এবং আলবানী 'সহহিন নাসাঈ' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি আখ্যায়তি করছেন] আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহরে উদ্দেশ্য বরে হতনে। তিনি সর্বপ্রথম যা দিয়ে শুরু করতনে সেটো হচ্ছে নামায।[সহহি বুখারী (৯৫৬)]

প্রথম রাকাততে তাকবীরে তাহরমি দবিনে। তারপর ছয়টি কিংবা সাতটি তাকবীর দবিনে। দলিল হচ্ছে আয়শো (রাঃ) এর হাদিস: “ঈদুল ফতিরের নামায ও ঈদুল আযহার নামাযে প্রথম রাকাততে সাত তাকবিরি ও দ্বিতীয় রাকাততে পাঁচ তাকবিরি; বুকুর দুই তাকবিরি ছাড়া”।[সুনানে আবু দাউদ, আলবানী 'ইরওয়াউল গালিলি' গ্রন্থে (৬৩৯) হাদিসটিকে সহহি আখ্যায়তি করছেন]

এরপর প্রথম রাকাততে 'সূরা ফাতহি' ও 'সূরা ক্বাফ' পড়বেন। দ্বিতীয় রাকাতেরে জন্য তাকবিরি দিয়ে দাঁড়াবেন। দাঁড়ানো শেষে হলে পাঁচ তাকবিরি দবিনে এবং সূরা ফাতহি পড়বেন। এরপর *اقتربت الساعة وانشق القمر* (সূরা ক্বামার) পড়বেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদরে নামাযে এই সূরাদ্বয় তলোওয়াত করতনে। আর ইচ্ছা করলে তিনি প্রথম রাকাততে 'সূরা আ'লা' ও দ্বিতীয় রাকাততে 'সূরা গাশিয়া' পড়তে পারেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ঈদরে নামাযে সূরা আ'লা ও সূরা গাশিয়া তলোওয়াত করতনে।

ঈদরে নামাযেরে ইমামেরে উচতি এই সূরাগুলো তলোওয়াত করার সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করা; যনে মুসলমানরো এ সুন্নাহকে জানতে পারে এবং কাউকে আমল করতে দেখলে ভরু না-কুচক না ফলে।

ঈদরে নামাযেরে পর ইমাম সাহবে মুসল্লদিরেকায়ে উদ্দেশ্য করে খোতবা দবিনে। খোতবার মধ্যে নারীদেরকে উদ্দেশ্য করেও



কিছু কথা বলা উচিত। নারীদের যা কিছু করা উচিত তাদেরকে সেরা নির্দেশনা দিতে এবং যা কিছু থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত সে সম্পর্কে তাদেরকে নিষেধ করবে, যেনাভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করছেন।

[দেখুন: শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীন এর 'ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম' পৃষ্ঠা-৩৯৮ এবং 'ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়মি' (৮/৩০০-৩১৬)]

খোতবা দেয়ার আগে নামায আদায় করা:

ঈদরে হুকুমসমূহের মধ্যে রয়েছে খোতবার আগে নামায আদায় করা। যহেতে জাবরি বনি আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে তিনি বলেন: “নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফতিরের দিন ঈদগাহে বের হন। তিনি খোতবা দেয়ার আগে নামায শুরু করলেন”। [সহিহ বুখারী (৯৫৮) ও সহিহ মুসলিম (৮৮৫)]

খোতবা যে ঈদরে নামায আদায় করার পূর্বে পশে করতে হবে এর সপক্ষে প্রমাণের মধ্যে আরও রয়েছে আবু সাঈদ (রাঃ) এর হাদিস; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে উদ্দেশ্যে বের হতেন। তিনি সর্বপ্রথম যা দিয়ে শুরু করতেন তা হল ঈদরে নামায। এরপর নামায শেষ করে মানুষের মুখোমুখি এসে দাঁড়াতেন; তখন লোকেরা তাদের কাটারে বসে থাকত। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ওয়ায করতেন, তাদেরকে উপদেশ দিতেন, আদেশ-নিষেধ করতেন। যদি কোন অভিযান প্রেরণ করতে চাইতেন পাঠিয়ে দিতেন। যদি কোন নির্দেশ জারী করতে চাইতেন সেটা জারী করতেন। এরপর প্রস্থান করতেন”।

আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন: এভাবেই মানুষ চলে আসছিল। একবার আমি ঈদুল আযহা কথিবা ঈদুল ফতির উপলক্ষে মারওয়ানের সাথে বের হলাম- মারওয়ান তখন মদনীর গভর্নর। যখন আমরা ঈদগাহে পৌঁছলাম তখন দেখলাম যে, কাছরি বনি সালত একটা মিম্বর বানিয়েছে এবং মারওয়ান নামাযের আগে সে মিম্বরে উঠতে যাচ্ছে। তখন আমি তার কাপড় টেনে ধরলাম সে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সে মিম্বরে উঠে গেল। এবং নামাযের আগে খোতবা দিল। তখন আমি তাকে বললাম: আল্লাহর শপথ আপনারা পরবর্তন করে ফেলেছেন!!

তিনি বললেন: আবু সাঈদ আপনি জানেন সে দিন চলে গেছে।

আমি তাকে বললাম: আমি যা জানি সেটা আমি যা জানি না সেটার চয়ে উত্তম।

তখন তিনি বললেন: নিশ্চয় লোকেরা নামাযের পর আমাদের খোতবা শুনার জন্য বসে থাকবে না। তাই আমি নামাযের আগে খোতবা দিয়েছি। [সহিহ বুখারী (৯৫৬)]